মা নিষাদ

জয় গোস্বামী

জয় গোস্বামী বিশ্বাস করেন, একজন কবি যে কবিতা রচনা করেন, তা নেহাত লেখালেখা খেলা নয়। কবিতা তাঁর মাথা তোলবার, বেঁচে ওঠবার, ভালবাসবার অনন্য অবলম্বন। তিনি মানেন, স্বপ্নের মতো কবিতাতেও সমস্তই সম্ভব। তবু, কবিতার জগৎ শুধু স্বপ্নেরই জগৎ নয়। কবিতা কবির ব্যাপ্ত, বিশাল আত্মজীবনী। এক একটি কবিতা আত্মজীবনীর এক একটি পৃষ্ঠা। কবিতা সংগ্রহের এই তৃতীয় খণ্ডে ধরা রইল জয় গোস্বামীর সেই আত্মজীবনীরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিপর্ব।

প্রায় ধারাবাহিকভাবে জয় তাঁর পাঠকদের উপহার দিয়ে চলেছেন একের পর এক অভিনব কাব্যগ্রন্থ। অবচেতনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে একই কবিতা একাধিকবার লেখা নয়, প্রতিটি গ্রন্থেই তিনি স্বতন্ত্র জয়। বিষয়ে, ভঙ্গিতে, শব্দে, নৈঃশব্দ্যে, ছন্দে, ছন্দোহীনতায়।

এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। এখানে আছে 'পাতার পোশাক'—যে-পোশাক মুহূর্তেই খসে যেতে পারে। রয়েছে 'বিষাদ'—যেখানে সমস্ত সাফল্যের মধ্যেও 'বিষাদ নদী বয়।' আর একেবারে হাল আমলের ইতিহাস ও কালপ্রবাহের টানে সৃষ্ট 'মা নিষাদ'। একই সঙ্গে হতে পারা-না-পারার আর্তি মেশানো 'তোমাকে, আশ্চর্যময়ী'। তারপরেই ঘটল এক অভাবিত ঘটনা, 'কাব্য ভেঙে পরমাণু-ঘূর্ণি'—'সূর্য-পোড়া ছাই' কাব্যগ্রন্থ।

এই সমূহ কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে এখানে আছে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত কুড়ি বছর সময়সীমায় রচিত বাহাত্তরটি অগ্রন্থিত এবং কিছু অপ্রকাশিত কবিতা। আছে 'সকালবেলার কবি' পুস্তিকা থেকে গৃহীত বারোটি রোদ ঝলমলে কবিতা।

সব মিলিয়ে এই কবিতাসংগ্রহ এক সৃষ্টিময়, সার্থক কবির রূপ-রূপান্তরের চলচ্ছবি।

ISBN 81-7756-088-3

জয় গোস্বামীর জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৫৪, কলকাতায়। পরে, ৫ বছর বয়স থেকে সপরিবারে রানাঘাটে। এবং বর্তমানে, ৩০ বছর পর, পুনরায় কলকাতাবাসী। বাবা মারা যান ৮ বছর বয়সে। মা স্কুলে পড়াতেন। মায়ের মৃত্যু ১৯৮৪।

শিক্ষা : একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, রানাঘাটেই। প্রথম কবিতা লেখা, ১৩ বছর বয়সে, বাড়ির পুরনো সিলিংপাখা নিয়ে। প্রথম কবিতা ছাপা হয় উনিশ বছর বয়সে, একই সঙ্গে তিনটি ছোট পত্রিকায়, সীমান্ত সাহিত্য, পদক্ষেপ ও হোমশিখা। পরবর্তী ১৫/১৬ বছর বহু লিটল ম্যাগাজিনে অজস্র লেখা ছাপা হয়েছে। দেশ পত্রিকায় লেখা ১৯৭৬ থেকে, ডাকযোগে, প্রথমে অনিয়মিত, পরে নিয়মিতভাবে। এখন, কিছুকাল হল, এই পত্রিকারই কর্মী।

প্রধানত কবি। ষোলোটি বই আছে কবিতার। কয়েকটি উপন্যাস বেরিয়েছে, অন্যান্য নানা গদ্য লেখাও।

আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দুবার। ১৯৯০-তে ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা? কাব্যগ্রন্থের জন্য এবং ১৯৯৮-তে যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭-এ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা কাব্যগ্রন্থের জন্য।

শখ : গান শোনা, পুরনো চিঠি পড়া।

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০০
পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-088-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

KABITA SANGRAHA: Volume III
[Anthology]
by
Joy Goswami
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১৫০.০০

মা নিষাদ

আমার দোতারা

(আবহমান বাংলার বাউল-ফকিরদের প্রতি নিবেদিত)

সুর তো ফকির, চলে ধুলো পায়ে গ্রাম থেকে গ্রামে
সুরের মাথায় চূড়া, পরওয়ারদিগারের নামে

সুর তো গাছের পাতা, উড়ে পড়ে জলে সহজিয়া
বাউলে বীরভূম মাতে, দাওয়া ঘেরে কীর্তনে নদীয়া

গুবগুবি কোথায় বাজল, কোথা খোল, কোথায় দোতারা
দু'ঘর চারঘর, তবু বাংলা ভ'রে বাউলের পাড়া

খাড়া তালগাছ, শুকনো পুষ্করিণী, মাটি খানখান
পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, দাওয়ায় জিরোতে বসল গান

তাপ্পি দেওয়া আলখাল্লা, ঝুলিটি ভিক্ষের চালে ধনী
কেউ সখীভাবুকী, কেউ রাধাশ্যামী, কিশোরীভজনী

কে ঢালে মনের দুঃখ জলে ঢেলে ভাবে ভালোবাসি
কে আসে তোমার কাছে গান শিখতে, ও খুশিবিশ্বাসী

ধুলোতে কুড়োয় ধূলি, ধূলি দেহতত্ত্বের দুপুর
গান বলতে পারি আজ্ঞে, কার্য নয়, নিষেধ গুরুর

পারি তো মাটির কাজ, পারি তো নালের কাজ, পারি
প্রতিবিন্দু ধ'রে রাখতে দেহের ভিতরে বিন্দুধারী

খাঁজকাটা খেজুর গাছ, গলার দড়িতে ঝুলছে হাঁড়ি
কুবিরে আরম্ভ কারো, কারো শুরু বলরাম হাড়ি

এত উপধর্ম এত ধারণ নির্ধন সম্প্রদায়
অজয়ের তীরে তাঁবু, কুপি জ্বলে আখড়ায় আখড়ায়

কুপি হাতে তুলে নিয়ে অচেনা কে নারী ডাকল, 'চল্'
আমার একপায়ে ভয়, অন্য পদক্ষেপে কৌতূহল

তোমাকে চিনি না, কোন্ জেলের ঘরের মেয়ে তুমি
সাধনে সাহায্য করছ, না দেখব না, মাপ করো বোষ্টুমী

পালায় শহুরে লোক, না বুঝে একতিল গুহ্যকথা
কাপড়েচোপড়ে হল, ব্যাগে কাঁদছো ও খোকা ভদ্রতা

বাবুদের জন্য নও ওগো আল্লাতালা ব্রহ্মসাঁই
চরণ পালের বস্তু সুরে বলে কুবির গোঁসাই

সুর তো ফকির মাত্র, বটগাছের তলায় আস্তানা
তাকে পাখি পড়াবে কে? উঁহু, অত সহজ রাস্তা না

ও পাখি, পড়াতে গেলে যুগে যুগে শত শত ক্রোশ
পড়ুয়া পালিয়ে যায়, ধরে শুধু ছলছুতো দোষ

আন্ধার করেছে বাইরে, নারীতে দৌড়িয়ে মরে মন
খোদার এমন সৃষ্টি, খোদা নিজে দেখবেন কখন

আকাশ খোদার চক্ষু, বাতাস খোদার করাঙ্গুলি
মাটি তো খোদার জানু, পাঁজাকোলা রমণীকে তুলি

মাতা ও সঙ্গিনী সে-ই, তার জন্যে সব ভোগরাগ
আল্লাধনি, রাইধনি, ললাট-তিলকে জন্মদাগ

গানের মানুষ আমরা, সব গোত্র-হারানো কাশ্যপ
নিকিরি, কৈবর্ত, বাগদী, কলু, জোলা, নমঃশূদ্র সব

আমাদের উপবীত ছিঁড়ে উড়ছে রামধনু আকাশে
আমরা দ্বিজোত্তম, আমরা গাইতে উঠি বোলপুরের বাসে

সুর, দোয়া করো, সুর, আজ্ঞা দাও ট্রেনের কামরায়
আমার ঘরের গানে যেন সব ঘর ভ'রে যায়

তিনটে কলেজের মেয়ে, জানালার ধারে মরীচিকা
কে চোখে তাকালো? আমি তার চোখে দেখেছি রাধিকা

আমার ঘুঙুর বোল, আমার আকাশছোঁয়া গলা
তাই শুনে শহর থেকে ছুটে এল, খসালো মেখলা

আমার নাচের ছন্দ তুমি বইতে পারো বা না পারো
মোমের পুত্তলী, আমি আগুন ফেলব না একবারও

ঝাঁপিয়ে লাফিয়ে কামড়ে উন্মাদিনী আকুলি বিকুলি
আকাশ কৃষ্ণের চক্ষু, বাতাস কৃষ্ণের করাঙ্গুলি

এ মাটি কৃষ্ণের জানু, পাঁজাকোলা শোয়াই মেয়েকে
বাপদাদা শহর থেকে ছুটে এল পুলিশকে ডেকে

যতবার নিয়ে যায় ততবার ফেরে ছুটে ছুটে
বর্ধমান থেকে আমি গান গাইছি রেলগাড়িতে উঠে

পাশে পাশে ও-ও যাচ্ছে আধময়লা শালোয়ার কামিজে
এত গরমের দিন, ঘাম মুছে-মুছে ওড়না ভিজে

অফিসবাবুরা দ্যাখে, সকলের বাক্যি হ'রে যায়
মেয়ের মা সাঁঝের বেলা ছুটে এসে ধরে দুটো পা-য়

হাতের বাঁধন পায়ে, হাতের বাঁধন গলা ঘিরে
শেষ রাতে বেরিয়ে পড়ি মা-মেয়ের মালাবেড়ি ছিঁড়ে

আমরা বাঁধনে ঢুকি, আমরা বাঁধন ছিঁড়ে আসি
আমরা মটুকধারী, চামার বৈষ্ণব, রুইদাসী

আমরা জেতের রূপ দেখিনি নজর ক'রে, তাই
যে কোনো ধানের শীষে শিশিরবিন্দুটি দেখতে পাই

মাঠে চলে শ্যালো পাম্প, আই. আর. এইট. দোলে ক্ষেতে
ইস্কুল বাড়ির মাঠে লোক বসে গোল পঞ্চায়েতে

পার্টির লোকেরা ঘোরে, ভোটের পোস্টার ডাইনে বাঁয়ে
ন্যাংটো-মেয়েলোক দেখা ভিডিও আরম্ভ হয় গাঁয়ে

জমিতে জমিতে দাঙ্গা, দিন-দুপুরে খুন হয়ে যায়
সন্ধেয় ঘরের সামনে মা-বহিন ইজ্জত খোয়ায়

কারা ঘোরে গ্রামে গ্রামে কালোচশমা মোটরবাইকে
কাদের ছাতখোলা জিপ অস্ত্র নিয়ে ফেরে দিকে-দিকে

থানার বাবুর সঙ্গে কাদের কাদের মাখামাখি
দু'ঘর তিনঘর আমরা, চোখে পড়লে চুপ করে থাকি

ঝুঁটি কেটে, দাড়ি চেঁছে, কৌপিন ছাড়িয়ে, ঘাড় ধ'রে
গত শতাব্দীতে কারা দিয়েছিল গ্রামছাড়া ক'রে

নায়েব গোমস্তা ছিল, লেঠেল পাইক পুরোহিত
তখনও সবাই বলত, চুপ করে থাকাই উচিত

চুপ করে ছিলাম, শুধু গান গেছে গ্রাম থেকে গ্রামে
গানের চূড়ায় দুঃখ, পরওয়ারদিগারের নামে

দুঃখের চূড়ায় সুর, যে তুলেছে ভোরবেলা আজান
যে ভুলেছে সব দুঃখ, আশ্রমে আশ্রমে বেদগান

আখড়ায় আখড়ায় খ্যাপা বলে, দ্যাখ্ সুরচন্দ্রোদয়!
জলে তার ছায়া পড়ে, আগুনে হল আগুনময়

আগুন শরীরে থাকে, হুতাশন সঙ্গে ওঠাবসা
দাঁড়িয়ে রাত্রির মাঠে সে দ্যাখে দিগন্তে তারাখসা

যখন সবাই ঘুমে, অচেতন গ্রামের ভিতরে
গান পৌঁছে দিয়েছে সে, রাত-টহলিয়া, ঘরে ঘরে

তারা ডোবা দেখেছে সে, মেঘে মুখ বাড়িয়েছে ঊষা
ওঠো যে-পাখির ডাকে, সেই পাখি লালন, দুদ্দু শা'

মড়ক এসেছে, ধান মজুত হয়েছে গোলা ভ'রে
না-খেয়ে মরেছে লোক শত বছরের আগে-পরে

বর্ডার পেরিয়ে আসা দলে দলে লোক ঘড়ছাড়া
কাঁথামুড়ি বস্তামুড়ি—আকাশে আকাশভরা তারা

মারীতে উজাড় গ্রাম, ভেদবমি ডেঙ্গু কালাজ্বর
মরা লোকালয়ে চাঁদ, আস্তে চলো, যেয়ো না সত্বর

ফের গাছে ফুল আসছে, দুধ আসছে ধানের মরমে
ক্ষেতের ওপারে ক্ষেত, সরু নদী, জল বাড়ে কমে

নদীর দু'ধারে কুঁড়ে, মাটির দেওয়াল, খোড়ো চাল
বেড়ায় লাউয়ের লতা, নুয়ে আছে টগরের ডাল
পরের বর্ষায় ভাসবে, পালাবে ও-বাউল সংসার
মরশুম কাটিয়ে ফিরবে, ভাঙা ঘর ওঠাবে আবার

আবার গুবগুবি বাজল, বাজে খোল, বাজো হে দোতারা
দু'ঘর চারঘর, তবু বেঁচে থাকো বাউলের পাড়া

সব মাঠ, সব নদী, আসলে তো বাউলপাড়া-ই
আমরা সে-পাড়া দিয়ে লালন শাহের সঙ্গে যাই

ফকির চলেছে আগে, সুরে কাঁপছে গাছের পাতারা
শতাব্দী পরের কবি, আমি বাঁধছি আমার দোতারা

লোকে ভুল বোঝে, লোকে ভুল ধ'রে হেরে যায় কত
লোকের উত্তর তুমি—ও তোমার জয় লোকায়ত

তোমাকে শোনাবো, তাই মাঠ নদী বৃক্ষকে শোনাই
আড়াইশো বছর পরে আমিও কবিতা বেঁধে যাই

এখনো বসেছে মেলা, তাঁবু ভ'রে সুরকাব্যলোক
কম্বল, শীতের রাত্রি—সম্প্রদায় ভুলে যাচ্ছে লোক

ধন্য ধন্য করে সব—পাখি ডাকে—ভোর হয়ে যায়...
ফকির, তোমার বাংলা জেগে ওঠে আমার বাংলায়!

শ্রীচরণকমলেষু

উৎসর্গ: জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯-১৯৫৪

এক

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯

সতেরোই ফেব্রুয়ারি কতই ফাল্গুন?

তারিখ পিছিয়ে যাচ্ছ পায়ে পায়ে, ডানায় ডানায়
সম্মুখে চলেছ দাঁড়
ছপছপ জল, তীরে,
দুই মাল্লা হাঁইয়ো-হাই গুণ
টেনে যাচ্ছ—টেনে যাও, জলধানসিঁড়িধারা
দুধারে মাঠের শেষে ধোঁয়া, পাতা-পোড়ানো আগুন...
এ তবে শীতের শেষ? ক'তারিখ? ক'তারিখ?
ঠিক দিন পেতে হলে যেতে হবে আরও কতগুণ
পথ?
জানি না, যতই যাবে দুপায়ে ততই জল,
তত বীজ,
ততই ফাল্গুন!

দুই

'অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন'

একটি পাখি ডাকছে তার কাকলি মাধবীলতা যতটা বাগান...
আকাশে চক্কর মেরে মাথায় দু'-চারটি তারা ডুবে গেলে পর
এককোণে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে সর্বনিম্ন ডালের উপর
হাফ হাতা গেঞ্জিপরা কনুই লাগিয়ে সোজা দাঁড়ান মালকৌঁচা টানটান

কে উনি? কে উনি? ব্যক্তি? মহাশয়? বাগানের মালি বা দেখাশোনার লোক?
দুটি পাখি ডাকছে, তিনটি, কাকলি মাধবীলতা কতটা বাগান
পার হল? দোর খোলো, সারা মাথা তারা ডুবে সবাই যখন ঘুমচোখ
চারজন, পাঁচজন, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম পাখি জড়ো হচ্ছে ভুলে যাচ্ছে কাকলি বা গান
মাথায় চক্কর মেরে ভোর-অন্ধকার দেখছে, দূরে, হাওড়া ব্রিজের মাথায়
কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে আবার অনেকদিন পর
শ্রীদাশ, জীবনানন্দ, কীরকম সূর্যটিকে তুলে দিয়ে যান!

তিন

'কবিতার কথা'

এসো আমাদের পাতে 'আহার' শব্দটি রাখো আগে,
এসো আমাদের ঘরে রাখো আগে 'বসত' শব্দটি
একচুমুক জল দাও 'ক্ষুধা' শব্দ গিলে খাই রাগে
'পূর্ণ' শব্দটির সামনে জড়ো করো খালি কলসি ঘটি

সূর্য আর চাঁদ রাখো 'শূন্য' শব্দটির দুই দিকে
মধ্যে মধ্যে ভ'রে দাও বুটি তারা উল্কা ধূমকেতু
'নদী' শব্দটির পাশে পাড়াগাঁ-টি রাখো, আঁকো চালাঘরটিকে
'পারাপার' শব্দে রাখো খেয়ানৌকা, মাঝি আর সেতু

সেতুটি দিলেই দেখবে সেতু দিয়ে পৌঁছবে পাঠক
না-ই বা মীমাংসা হল ছন্দ অলঙ্কার দাঁড়ি কমা
কে কবি কে কবি নয় সে-তর্কে কুসুম আর কীট
এ ওকে মোক্ষণ করবে? ছিঁড়বে নাড়ি? ফুঁড়ে দেবে পিঠ?

কোন তত্ত্ব সর্বজয়ী? কার পায়ে বিশ্বপরিক্রমা?
তত্ত্বের উপরে তত্ত্ব টেবিলে হাতুড়ি মারে: ঠক্!
হাতের ধাক্কায় ভাঙে কফিপাত্র, সমাপ্ত পাঁইট
একটি তিল খুলে নিলে ঝুরঝুর গড়ায় তিলোত্তমা
ধুলোয়—সে-ধূলাতল ফুৎকারে ওড়ায় ঘূর্ণিঝড়...

অসমাপ্ত লেখাদের শরীরে জন্মায় মাটি,
বুকে পিঠে পাখির আঁচড়!

চার

'তার ভালবাসা পেয়ে ভয়াবহভাবে সৎ হয়ে আছি—ভাবি'

ঘরে ঠিক বনিবনা ছিল না? অবৈধ প্রেমে যেতে
সাহস ছিল না? তবে ভাড়াঘরে নতুন ভাড়াটে
বসাতে সাহস তো ছিল, সাশ্রয়ের কথা ভেবে? রাতে
বাতাসের রঙ দেখতে ভ্রমণ তো ছিল পূর্ণ একা!
পদচারণা তো ছিল জলের উপরে, মধ্যে? তলে তলে দেখা
জলের সমস্ত তারা, তারার সমস্ত নদী, নদীর সকল
লুকোছাপা অগ্নি স্বতঃশ্চল।

ছিল সব অভিজ্ঞতা। খানখান দাম্পত্য হাত পেতে
নিলে ও বহন করলে। আমার সন্দিগ্ধ মন বলে
নতুন সম্পর্ক এলে তুমি কি এগিয়ে যেতে,
জল কি ফিরিয়ে দিতে, শ্রীচরণকমলেষু, জলে?

পাঁচ

বেশি ঠেকে পড়েছি...এখুনি চার পাঁচশো টাকার দরকার। দয়া করে
ব্যবস্থা করুন। এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি।
[পূর্বাশা সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি]

বাড়িতে গঞ্জনা আর শনিবার নিন্দায় ভরানো।
চাকরিতে স্থায়ী নয়—আজ এখানে, তো কাল ওখানে
লেখায় রোজগার কত? হা কপাল, টাকা দিয়ে
বই ছেপে আনে

রাত্রে সেই পথ হাঁটা, তারা-মনুমেন্ট-কলকাতা
কুষ্ঠ, নারী, লোল নিগ্রো শহরের নিষ্প্রদীপ মাথা
দাঙ্গা ও লঙ্গরখানা, লিবিয়ার জঙ্গলের দানো...

বাড়িতে ফিরলেই ঝগড়া? বাড়িওয়ালা? ভাড়াটে ওঠানো?
কী করে সংসার চলবে? স্ত্রী বলেন ভগবানই জানে

কিন্তু তোমরা ভগবান মানো বা না-মানো
লোকটা যে কী করে লিখতো এর পরেও—সত্যি কেউ জানো?

ছয়

'বরং নিজেই তুমি লেখো না কো একটি কবিতা'

দোষ, দোষ, দোষী...কেউ সমস্ত তোমার মন ভেঙে
ছড়িয়েছে টুকরো টুকরো এই ক্ষেতে-মাঠে
কোনোটি জোনাকপোকা হল তার, কোনোটি ফড়িং
উড়ে উড়ে দিনরাত্রি কাটে।

কেউ লিখতে ডাকল না। খাতা খাতা উপন্যাস লিখে
শুয়ে পড়লে ট্রামের তলায়
বুক থেকে চাকা ঠেলে উঠে পড়ল লেখা সব—

লাইনের পাশে
কাটা সমালোচক গড়ায়।

আমরা তার রক্তমাখা মুখ থেকে শেষ হাসি পান করলাম
আমাদেরও গ্লাস রক্ত ভরা
ঠোঁট তুলে থমকে আছি দু-এক সেকেন্ড—
এক্ষুনি আরম্ভ হবে পানোৎসব, হুল্লোড়, মশকরা।

তার আগে জোনাকপাখি, কোন ফাঁকে তার আগে ফড়িং
ঢুকে এল? ধর, ধর, একযোগে হুমড়ি খেয়ে ধরে দেখি,
মরা!
দোষ, দোষ, দোষী...কেউ কবির সমস্ত মন
দলে পিষে ভেঙে
একটু একটু ক'রে গড়ছে, প্রতিদিন এই বসুন্ধরা।

সাত

'তবু এই ভালবাসা ধূলো আর কাদা'

তুমি কাকে ভালবাসতে? তেমন কেউ এসেছে জীবনে?

এই মাত্র মেঘ ছিল, এইমাত্র বাইরে এল চাঁদ
এই মাত্র শীত ছিল, এই মাত্র তীব্র দাবদাহ
এই চলল সুস্থ পথ, এক্ষুনি পায়ের নীচে খাদ

পিছলে পড়ে যেতে যেতে, নিমেষে ঝুলন্ত ডাল ধরে
বেঁচেছ?
পা রেখেছ তো? দেয়াল বেয়ে উঠেছ তো ঠিক?
জানতাম পারবে তুমি, পারা স্বাভাবিক।
তোমার পায়ের কাছে বন্ধ হবে হাঙর চোয়াল
কিন্তু ধরতে পারবে না। তোমাকে ডুবিয়ে মারতে চেয়ে
আজীবন আছড়ে পড়ে, ঝাপটে ঝাপটে মরে যাবে ঢেউ...

কে তোমাকে ভালবাসতো? লুকিয়ে কি চিঠি লিখত কেউ?

আট

কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার
আগ্রহ, তৃষ্ণা...কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত
সামাজিক সফলতা নষ্ট করে দিয়েছে।
[কারুবাসনা। উপন্যাস।]

জানলা দিয়ে আলো আসছে, একটি টেবিল মাত্র জেগে...
কে ঝুঁকে খসখস লিখছে? পেনসিল এক পৃষ্ঠা শেষ ক'রে
অপর পাতায় উঠে দম নিল: কমা ড্যাস সেমিকোলোনের
দম, শ্বাস, বাঁক ফেরা...ধাক্কা খাওয়া প্রত্যেক পাথরে

প্রতি মুহূর্তের শ্রম। এক বিন্দু শিল্প উপার্জন।
এর জন্য শব্দ কাটা, অর্থ ভাঙা, লাইন বদলানো।
এ জন্য সে রাত্রি জাগে। বালতিতে গলানো লোহা ঢালে
দু হাতে দু বালতি নিয়ে উঠে ওই পাহাড়ে দাঁড়ালে
দেখা যায় ধোঁয়া উঠছে, না, হাতের বালতি থেকে নয়
ঢাকনা খোলা করোটির বাষ্প ধোঁয়া ছাই শেষ ক'রে
আকাশে লকলক উঠে হাঁপ ছাড়ছে স্বয়ং আগুন

এসবই কথার কথা। রুজিরোজগার খুঁজতে তার
সারাদিন হয়রানি। তাকে ঘিরে হতশ্রী সংসার
তাও রোজ রাত্রিবেলা বালতি করে গলে যাওয়া লোহা তুলতে গিয়ে
হাতপোড়া বুকপোড়া ওই মানুষটা পাহাড়ের ঢালে
জ্ঞান হারিয়েছে। পাশে বউ ছেলে মেয়ে কেউ নেই
কারোকে সন্তুষ্টি দিতে, শান্তি দিতে, পারেনি যেন সে—
অথচ এক মাইল শান্তিকল্যাণ করে রেখেছিল পৃথিবীকে
দু'চার পৃষ্ঠায়
শিল্পের পিছনে ছুটে, শিল্পের সম্মুখে ছুটে শেষে
হাতের ওই একমুষ্টি অগ্নিরজ্জু জড়িয়ে পেঁচিয়ে নিংড়ে তাকে
ঘষটাতে ঘষটাতে চলল রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে
দু দশ পঞ্চাশ একশ গজ...

মানুষটা পড়েই থাকবে? না কি সে ধড়মড় উঠে
গা থেকে জড়ানো ওই লৌহসর্প খুলে
বাঁকিয়ে আবার গড়বে রূপ, মূর্তি, ছন্দ, বাঁক?
ধরবে সে অদৃষ্টপূর্ব গতি আর পথ?
কী হবে জানি না, শুধু আমরা দূর থেকে দেখছি
জানলা দিয়ে আলো আসছে,
খসখস পেনসিল চলছে, আর

জানলার বাইরে রাত জেগে
লেখা নিতে এসে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাবীকাল!

উপসংহার

'গ্রাম পতনের শব্দ হয়'

রক্ত আগুনের পারে গুঁড়ো গুঁড়ো উড়ছে জলকণা
ভাঙা দেবালয়, মজা পুষ্করিণী নোয়া বাঁশবন
উঠোনে শুকোনো রক্ত, দগ্ধ চালা, সমস্ত পুরুষ পলাতক
পাশের গ্রামের শত্রু আগুন দিয়েছে পড়শিঘরে

রাত শেষ হয়ে এল, মেঘলা ভোরে বৃষ্টি দেখা দেয়
ভাঙা আটচালায় ব'সে একটি রমণী, চুলে জট
বাঁশের খুঁটিতে মাথা এলানো রয়েছে, শূন্য চোখ
খুনের পিছনে খুন, পালানোর পিছনে পালানো

গ্রামের পিছনে গ্রাম, হ্যাজাক দুলিয়ে ফিরছে লোক
মাটিতে চাটাই পাতা ভি.ডি.ও.-র হল থেকে লোক
জেনারেটরের শব্দ, নিশিডাক ডেকে ফিরছে লোক
ধান কেটে নিচ্ছে লোক, নারীকে দখল করছে লোক

গ্রামপতনের শব্দে উঠে আরও একজন লোক
দাঁড়াল মাঠের পারে। মাথায় পাখির বাসা, ঘাস
অন্ধকারে এতদিন সে ছিল ঘাসের মধ্যে ঘাস
চুলে ঘাস, চোখে ঘাস, কাঁধে পিঠে ঘাস, শুধু ঘাস

কেউ লক্ষ করছে না, কেউ চিনতে পারছে না এবারও
রক্ত আগুনের পারে আবার মাঠের আল ধ'রে
ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে, আনমনে, মাথা নিচু ক'রে
একশো বছরের দিকে হাঁটছেন জীবনানন্দ দাশ!

আমরা পথিক

১
আগুন উড়ছে
স্বপ্নের মধ্যে একটা মাঠ, সেই মাঠের শেষে
আগুন উড়ছে—গাছের আকারে আগুন

স্বপ্নের এ প্রান্তে আমরা। আমরা পথিক
সারা জীবৎকাল ধুলোপায়ে হেঁটে আসার পর
দিনান্তে থেমেছি এখানে
তারপর আমাদের তন্দ্রা এসেছিল
অর্ধেক রাত্রে তন্দ্রার ভিতরে হাওয়া ঢুকে পড়তেই
আমরা চমকে তাকিয়ে দেখলাম
আগুন উড়ছে
স্বপ্নের শেষপ্রান্ত দিয়ে তোমার আগুনের গাছগুলি
উড়ে যাচ্ছে দয়াল
জানি ওইভাবে তুমি আমাদেরও ফুৎকারে
উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে
তোমার দয়ার মধ্যে চুবিয়ে মারতে
তার আগে একবার, শুধু একবারের জন্যে ওই মাঠে তুমি
নামাও তোমার অপ্সরাদের
ঘুমে ঢুলে পড়া ক্রীতদাস যেমন
প্রভুর এক চাবুকে জেগে ওঠে
তেমনি আমাদের বন্ধ হয়ে আসা চোখের পাতা
শেষবারের মতো তড়িৎস্পর্শে খুলে যাক

২
আমরা পথিক
গাছের পর গাছ থেকে পাতা যেমন খুলে আসে রাস্তায়
উলটে পালটে উড়ে চলে
আমরাও তেমনই খসে পড়েছি
ভিন্ন ভিন্ন সংসার থেকে সম্পর্ক থেকে বৃত্তি থেকে
ভিন্ন ভিন্ন জনপদ থেকে রাজদ্বার থেকে
শ্মশানবন্ধুর দল থেকে
খসে এসেছি উড়তে উড়তে চলেছি ঘাসের মাঠ বালুর মাঠ
জলামাঠের উপর দিয়ে
নুনের খাদ ডিঙিয়ে
পরিত্যক্ত বধ্যভূমি, মরচেপড়া কামান আর দুশো বছরের

ঘুমিয়েপড়া গোলাবারুদ মাড়িয়ে
পায়ের চাপে সব অভিশাপ মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে
এসেছি, আমরা পথিক
আমাদের পায়ে কাঁচ পেরেক লোভ লিপ্সা ঈর্ষা আতঙ্ক ফুটেছিল

তুমি আমাদের পায়ের ক্ষত সারিয়ে তোলো, তৃণ

৩
পথিককে সঙ্গে কিছু রাখতে নেই
তাই খুলে খুলে আমরা রাস্তায় ফেলতে ফেলতে এসেছি
রাগ অভিযোগ দংশনের ইচ্ছা
আমাদের এত দাও তত দাও এর দাবি
আমাদের পিঠে লাগানো বড় বড় বিজ্ঞাপন
ঝনঝন করে আমরা ফেলে দিয়েছি সড়কের উপর
আর আমাদের বন্ধুরা
রইরই ক'রে সেগুলোই তুলে নিয়ে গিয়ে ঘর সাজিয়েছে
শহর সাজিয়েছে
আমাদের সেসব নিয়ে কথা বলতে নেই
আমরা পথিক
আমাদের পথ এখন পায়ের তলা থেকে শুরু হয়ে
ওই মাঠের শেষ পর্যন্ত গিয়ে বাঁকা একটি রেখার মতো
শূন্যে উঠে গেছে

৪
তোমার হাতের পাতায় একটি গ্রাম, ও দয়াল
তোমার অন্য হাতের পাতায় একটি আস্ত পর্বত
আমরা পথিক
কত কষ্টে পাহাড় ডিঙোই, ডিঙিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে
কত কষ্টে গ্রামে আসি
সে তো কেউ দাওয়ায় বসতে দেবে বলে
একঘটি জল দুটো বাতাসা দেবে বলে
আর সেদিন এমনই কপাল গৃহস্থের বাড়িতে আর লোক নেই
ওই ছদ্মবেশী রাজকুমারী ছাড়া
একটা হাতপাখা এগিয়ে দেবার সময় ফিক ক'রে
হেসেও ফেলবে যে
জলের ঘটি নেবার সময় হাত ঠেকে যাবে যার হাতে
জলের হাতের সঙ্গে ঠেকে যাবে তেষ্টার হাত
কাঠফাটা গ্রীষ্মের মধ্যে বুক ভরানো সেই তেষ্টা
যে জিজ্ঞেস করবে আমার বাড়ি কোথায়

আমার কোন দেশ
ও দয়াল তোমার এক হাতের পাতায় গ্রাম এক হাতের পাতায়
পর্বত
এক হাতের পাতায় নদীর পর নদীর রেখা এক হাতের পাতায়
মহাদেশ
এর মধ্যে কোথায় আমার বাড়ি কোনটুকুনি আমার গ্রাম
আমরা পথিক
আমাদের উত্তর দিতে নেই

ছদ্মবেশী রাজকুমারী দাঁড়িয়ে থাকল বেড়ার ধারে
বিকেল শেষ হয়ে এল, পিছনে পড়ে রইল গ্রামের
শেষ গাছটাও
আমাদের পিছন ফিরে তাকাতে নেই

৫
প্রেমিকারা অঞ্জলি ভরে আমাদের জীবনে ঢেলে দিয়েছে
বিদ্বেষ
অন্য প্রেমিক নিযুক্ত থেকেও তারা কখনও কখনও ঘাড় ঘুরিয়েছে

আমাদের ফিরে যাওয়া দেখে
অন্তত একটা হাত ছড়িয়ে ডেকেছে, এসো
ও হো হো করতে করতে দল বেঁধে ছুটে এসে আমরা
ধাক্কা খেয়েছি নিজেদের সঙ্গেই
আমার ঘিলুর সঙ্গে ওর ঘিলু আমার রক্তের সঙ্গে তার রক্ত
আমার কলজের সঙ্গে ভাঙাফাটা আগ্নেয়গিরির
দোমড়ানো হৃৎপিণ্ড মিশে গেছে
সেইসব হৃৎপিণ্ড খুঁজতে খুঁজতেই আমরা স্বপ্নের এই প্রান্তে এসে পৌঁছেছি
জ্বলন্ত ঘাসফুলের মতো দপদপ করে
মাটি থেকে তারা চিনিয়ে দিচ্ছে নিজেদের
তারা আমাদের পূর্ব পূর্বজন্মের হৃদয়
আজও তাদের গরল কিছু নামেনি
জ্বালা নরম হয়নি
কেন অমন করেছিলে সেদিন কেন অমন কেন অমন
বলতে বলতে তারা যুগ যুগ ধরে এই মাঠের মধ্যে আগুনের
বলের মতো ছুটে বেরিয়েছে
আমরা আজ তাদের জড়ো করলাম আমাদের অঞ্জলিতে
আজ আমরা তাকে ঢেলে দেব তোমার পায়ে
শত শত বছর ধ'রে যে বাসনা মেটেনি
তার ছোঁয়ায়, ও দয়াল,

দেখি তোমার পায়ের পাতা পোড়ে কিনা
দেখি কাম জাগে কিনা তোমারও

৬
দয়াল, তোমার হাতের পাতার নাম স্রোত
তোমার স্রোতের নাম গানের ভেলা
তোমার গানের নাম জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ
যে গাছের নীচে সে এসে দাঁড়াত
সে তোমার কেউ নয়, দয়াল, সে আমার বন্ধুর প্রেমিকা
যদিও এক দুর্যোগের মধ্যে তার উপর ভেঙে পড়েছিল
আমার শরীর
সে অবাক হয়নি আমাকে চেপে রেখেছিল তার কোটরে
যতক্ষণ না আমার কাঁপুনি শান্ত হয়
পরে আমি তার দায়িত্ব নিলাম না, বন্ধুও ছেড়ে গেল তাকে
এরপর সে যদি কখনও ভুলক্রমেও আসে জলের ধারে
জল যেন আমায় আছড়ে ফেলে
যেন ঠুকে ঠুকে ভাঙে আমায় তার পায়ের পাথরে
চুরমার মস্তক তার পায়ের ঠেলায়
যেন তট থেকে গড়িয়ে পড়ে স্রোতে
স্রোত—তোমার হাতের পাতায় রক্তমুখ
সমস্ত দিগন্ত লাল
এমন সূর্যাস্ত, দয়াল, তুমিও কখনও দেখোনি।

৭
গাছেদের নাম গাছ
ধুলোদের নাম ধুলো
নদীদের নাম বলতে পারবে গ্রামবাসীরা
কিন্তু ঘরের নাম ঘর দাওয়ার নাম দাওয়া
দাওয়ার ধারে মেয়েটির নাম কী?
তা জানতে হলে তোমাকে নৌকো বাইতে হবে
গুন টানতে হবে
কাঠ কাঠতে যেতে হবে বনে
ডাকাতের হাতে পড়তে হবে
বেড়া ডিঙিয়ে পৌঁছতে হবে দাওয়ায়
দাওয়া ডিঙিয়ে ঘরে
ঘরের মধ্যে সে যখন আঁকড়ে নেবে তোমায়
তার ঘূর্ণির মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার সেই সময়টায়
গাছের উপর আছড়ে পড়বে গাছ

ধুলোর ভেতর থেকে পাকিয়ে উঠবে ধূলিস্তম্ভ
গ্রামের উপর আছড়ে পড়বে নদী
তোমার মনে থাকবে না তোমার নাম ছিল পথিক
সেই নারীর বুকভাঙা দমক দমক আনন্দচিৎকারের নীচে
হুড়মুড় করে চাপা পড়ে যাবে তুমি

৮

ও হো হো হো উল্লাস
আ হা হা হা উন্মাদনা
ই হি হি হি বদমায়েশী
এটা চোরেদের আড্ডা এটা গাঁটকাটাদের মেহফিল
এটা চুকলিবাজদের খাসমহল এটা নিমকহারামদের সরাইখানা
এখানে খাও পিয়ো জিয়ো ও হো হো আমায় প্রাণে মেরো না বাবা
এখানে ফেলো কড়ি মাখো তেল হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ওই
কথাই রইল
এখানে ফূর্তি শেষ ফূর্তি শুরু কথা পাক্কা ঠিক ঠিক শর্ত দিলে রাজি
এখানে হা-উস্-হুউ হাউই আতশ ফুটছে
তারা জ্বলছে তারা নিবছে রাতভর্তি বাজি
হা হা হা উন্মাদনা হো হো হো উল্লাস উঠছে
আকাশে আকাশে ঘুরে ঘুরে
নাচো বন্ধু, শত্রু নাচো, নাচো গো নারীরা জ্বলেপুড়ে...

৯

লকলক করছে তোমার স্বপ্ন
পশুর মতো মুখ তোমার
মদে ডুবিয়ে রাখা তাকানোর নীচে ঠাণ্ডা অভিসন্ধি
ঘোর লাগানো হাসির পিছনে শ্বাপদের দাঁত
তুমি রাত্রিবেলার মাঠ থেকে ভারী শরীর নিয়ে এসেছে আমার
ঘাড় কামড়ে টেনে নিয়ে যেতে
দাঁড়াও, সঙ্গীরা জেগে উঠবে, আমি নিজেই যাচ্ছি তোমার সঙ্গে
দাঁড়াও, ওদের টপকে আমার কাছে আসবার চেষ্টা কোরো না
এই তৃণের শয্যা ভেঙে যাবে তোমার থাবার চাপে
আমি নিজেই যাচ্ছি চিনিয়ে দিচ্ছি আমার
প্রধান রক্তবহা ধমনীকে
চলো ওই পাশটায়, এখানে না, হ্যাঁ দাঁত বসাও
কিন্তু রক্তের চাপে যে শ্বাসরোধ হল তোমার
চোখের তারা স্থির হয়ে গেল
তোমার জিভ বেরিয়ে গেল হে মোহিনীমায়া
আমি মাটি থেকে তুলে নিলাম আমার উত্তরীয়

অঙ্গবস্ত্র থেকে ঝেড়ে ফেললাম কাঁটা
ললাট বক্ষদেশ এবং উরু থেকে তোমার দাঁতনখের দাগ
ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে ফিরে এলাম সঙ্গীদের মাঝখানে
ওরা তখনও ঘুমিয়ে
একটু পরেই ওদের ডেকে তুলতে হবে
কারণ, আমরা পথিক
আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে ভোরের আগেই

১০
আমরা পেছনে ফেলে এলাম রাজসড়ক
সড়কে প্রতিদিন গতি আর রক্ত
আমরা পেছনে ফেলে এলাম ঘর
ঘরে প্রত্যেকদিন ক্ষুধা আর গ্রাস
পিছনে ফেলে এলাম বিছানা
বিছানায় প্রত্যেকদিন অতৃপ্তি
ফেলে এলাম সব স্থাবর অস্থাবর
সব অধিকার ও মালিকানা
হানাহানি আর প্রতিযোগিতা
চক্রান্ত আর মন্ত্রণা
আমরা ত্যাগ করে এলাম সব শর্ত
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কেবল
ঘাড়ের পেছনে বিঁধে থাকা একটি লোহার শলাকা
সে আমাদেরই কৃতকর্ম
এইবার সেই শলাকা আমরা উপড়ে ফেলব
ক্ষতগহ্বরের উপর চাপা দেব একমুঠো ঘাস

স্বপ্নের এ প্রান্তে আমরা রাত কাটিয়েছি
স্বপ্নের ওই প্রান্ত আর দেখা যাচ্ছে না
সেখানে ধোঁয়া উঠছে
উঠে পড় সঙ্গীদল
সার বেঁধে দাঁড়াই আমরা
দয়াল এবার হাঁ করবেন
তাঁর অন্ধকার গলার ভেতর থেকে উঠে আসবে একদলা সূর্য
এসো সূর্য, পুড়ে মরবার জন্য আমরা তৈরি

ন হন্যতে

[জেহানাবাদে জমিদারগুণ্ডাদের গণহত্যার বলি ৬১। নিহতদের ৩৫ জন মহিলা আর শিশু। নকশালপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হবার কারণেই এই লছমনপুর বাথে গ্রামটিকে বেছে নিয়েছিল ভূমিহারদের নিজস্ব বাহিনী রণবীর সেনা।—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭]

সেই যে সেই অন্ধকার মাঠের পরে মাঠ
সেই যে সেই ভোরবেলার ক্ষেতের পরে ক্ষেত
ক্ষেত পেরিয়ে ঝোপের পাশে হাঁটা পায়ের নদী
নদীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রেত

এপারে আর ওপারে গ্রাম, কুপি জ্বালার ঘর
ঘর না চালা? খাটিয়া বেড়া উঠোন চারপাই
মুর্গি ঘোরে—বালতি, জল, না-মাজা বর্তন
উনুনে পোড়া ছাই

দাওয়ার পরে আলো-আঁধার ঘরের চৌকাঠ
চৌকাঠের পিছনে দুটো পা বেরিয়ে আছে
মুর্গি ওঠে দাওয়ায়, পায়ে ঠোকর মেরে যায়
প্রেত বসল গাছে

আকাশে ঠিক তেমনই এক ময়লা রঙ আকাশ
উঠোনে এলো আগের মতো শীত ভোরের রোদ
গাদি খেলার কোর্টের ওপর রক্ত শুকিয়েছে
শান্ত, কালো, ক্রোধ

হিংসা, রণ হিংসা, ঘন হিংসা-গোলা জল
পায়ের কাছে পুকুর, আর থেঁতলে যাওয়া ঘাস
হাতের কাছে পুকুর, তাতে সটান শুয়ে প'ড়ে
জল খাচ্ছে লাশ

কার বাড়ির মরদ? আজ খেতির কাম ছিল?
কার বাড়ির মরদ মেয়ে মজুর কার বাড়ির?
দেউড়ি-দ্বার-ফটক-জিপ-মালিক মহাজন—
সোনার তরবারি

কী নাম ওর? ওমপ্রকাশ? জটুয়া? ভিখু? রামা?
ক্ষেতের পরে ক্ষেতে কেবল নামবিহীন নাম
চরপোখরি, নগরকোঠি, চাঁদি, হায়াসপুর—
গঞ্জ, থানা, গ্রাম

খড়বিছানো মাটির মেঝে, জানলা ছাড়া ঘর
ছেলের মাথা মায়ের পিঠে—বোনের গায়ে দাদা
কোপের পরে কোপ পড়েছে, জলের কুজো ভাঙা—
রক্ত কাদা-কাদা

কোন জাতের রক্ত এটা? যাদব, না দুসাদ?
কাদের দিকে জল চলে না? চামার? ধোবি? কাহার?
লোটার থেকে হাতের কোষে এগিয়ে যায় জল—
মধ্যে ওঠে পাহাড়

তেষ্টা নিয়ে দুপুররোদে হাঁটতে থাকে মাঠ
আনন্দ তো হাত পেতেছে, চণ্ডালিনী কই?
কূপের ধারে ওরা দুজন পাতা উল্টে পড়ে
জাতপাতের বই

বই-এর ওপর শোন নদীর জলের ধারা বয়
ধুলো ওড়ার পুলিশ জিপ, ঠাণ্ডা ভোজপুর
চণ্ডালিনী খাটতে যায় দেউড়ির ভিতরে—
আনন্দ মজুর

বুদ্ধও তো এই জীবনে দলিত হরিজন
ন্যাড়া মাথায় ঝুলছে টিকি—খড়ের বোঝা ওঠায়
শ্বাস পড়েছে পরিশ্রমের সহস্রটি শ্বাস
ধুলোর ঘোড়া ছোটায়

লু-এর ঘোড়া দৌড়ে যায়: ফসল আমার, আমার!
জমি আমার নেই বলে কি খিদেও থাকবে না?
মুঠোয় ধরি খাবার আর দৌড়ে আসে কারা?
বেসরকারী সেনা

কখনো শীত রাত, কখনো হোলির সাঁঝ বেলা
মাটিতে পড়ে দুখন, হীরা, লছমি পাসোয়ান
মরণপণ খাটার পরে ওদের ভাগে ছিল
দেড়-দু কিলো ধান

কুয়োর পাশে মদের ভাঁড়, রক্ত, ছেঁড়া চটি
খৈনি ভরা ডিব্বা, মরা আঙুলে শুখা চুন
খাটা নিয়ম—নিয়ম ছেড়ে এক পা নড়লেই
খুন, কেবল খুন

ওই তো ধনরাজিয়া, ওর বাচ্চা ছিল পেটে
ঝাঁকিয়া, মোতি—ওদেরও ছিল গর্ভে ধরা প্রাণ
কজন মরে খুন করলে গর্ভবতী মা-কে
বলতে পারো, হে পরিসংখ্যান?

ঘাতকদল ঘুরে বেড়ায় দিন দুপুরবেলা
হাসে, গড়ায়, গল্প করে জুয়োখেলার ঠেকে
খুনির পাশে বন্ধু খুনি, হাতের পাশে জামিন—
পেয়েছে প্রত্যেকে

গ্রামে ঘুরছে পার্টির লোক, দু দল তিন দল
হতাহতের তালিকা বলে রিলিফ নিয়ে যাও
বিশ পঁচিশ তিরিশ কিলো শস্য মাথা পিছু—
হবিষ্যি বানাও

কড়াই তাওয়া ছত্রখান, দুমড়ে যাওয়া থালা
উঠোনে ঢুকে রিলিফপার্টি ডাকছে—ডাকছেই
ক্ষতিপূরণ নেবার মতো ওদের পরিবারে
মানুষ বেঁচে নেই

মানুষ নেই, প্রেত রয়েছে, প্রেত বসেছে গাছে
স্নানের পর নদীর থেকে উঠে এসেছে প্রেত
শীতের ঝিম দুপুরে তাকে অসাড় হয়ে দ্যাখে
রবিশস্যক্ষেত

ক্ষেতের পাশে শকুন খোঁটে কোন জাতের শব?
শস্যে কোন জাতের ছোঁয়া? লাঙল কোন জাত?
অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে পাহারা, তুমি যাও
গুঁড়িয়ে দাও হাত

পুলিশ এসে দাঁড়াবে, পাশে মালিক ভট্‌ভটি
পুলিশ, সাদা পুলিশ, খাঁকি পুলিশে ছয়লাপ
যতক্ষণ শেষ না হয় দাঁড়িয়ে থেকে ওরা
মারবে কালসাপ

চিতার পর চিতা পড়বে শোন নদীর চরে
আধপোড়ানো শরীরগুলো ক্রমশ কঙ্কাল
আবার লোক খাটতে যাবে, খাটার পরে এসে
চাইবে ফের রুটির পাশে ডাল

দেবে না কেউ দেবে না এই মাঠের পর মাঠ
ক্ষেতের পরে এই যে ক্ষেত, নদীর পাশে নদী
তোমায় দেবে ফসল, জল, কুটির, জনপদ
সাহস ক'রে ছিনিয়ে নাও যদি

আক্রমণ করো নয়ত আক্রান্ত হবে
জোট বানাও, বন্ধু করো, ফিরো না এক পা-ও
লুকিয়ে থাকো পাহাড়ে জলে খনির গহ্বরে
উঠে আবার আগুনে হাত দাও

লুকিয়ে আছে গর্ভে শিশু, রক্তবীজ নাম
মাঠে যেভাবে তৃণাঙ্কুর দাঁড়ায়, সেইভাবে
গরিব হয়ে জন্ম নেবে ঝাঁকের পরে ঝাঁক
ঘুরে রক্ত খাবে

মারের মুখে মার দাঁড়াবে? শোকের মুখে শোক
এই তাহলে উপায়? পথ? পদ্ধতি? সহায়?
ফিরে যাবার রাস্তা শুধু একদিকেই যাবে?
হত্যা থেকে পাল্টা হত্যায়?

তোমার মুখ কী ক'রে আমি হাতে ধরব তবে?
তোমার মাথা কী ক'রে বুকে আঁকড়ে নেবো আর
তোমার ঠোঁট খুঁজতে গিয়ে মাটিতে ঠোঁট ঘ'ষে
কী পাবো আমি? মরা শ্রমিক? নিহত ভূমিহার?

তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে রক্ত উঠে আসে
তোমার মুখে পুরোনো সব হাড়গোড়ের ঘ্রাণ
মাটিতে নয়, তোমার দেহে কবর দিয়ে গেছে
ওরা আমার ঘরণী, ঘর, আমার সন্তান

এখনো বেঁচে রয়েছি কেন? শরীর ধ'রে আছি?
মাটিতে পিষে দিয়েছে এত ভয়ের পর ভয়
মাটিতে পিষে গিয়েছি তবু মাটি ধরেই ফের
উঠেছি কেন? তুমি বলেছো, এখনও হয়, হয়

বাজারে এসে পড়েছি, আর বাজার এসে পড়ে
আমার ওপর, নিজেকে তাই বিক্রি করি আজো
নিজের হাতে নিজেকে শেষ করে দেবার আগে
মনে পড়েছে তোমার মুখ: তুমি তাকিয়ে আছো।

তোমার হাতে কাটার দাগ, সে দাগে মুখ রাখি
প্রেত বসলো গাছের ওপর, ডেকেছে তক্ষক
যুগের পর যুগ পেরোল—আমার মনে আছে
এক পলক চোখের দিকে এক পলক চোখ

এখন তুমি কোথায়? কোন জলের নীচে আছো?
আমাকে তুমি শরীরে তুলে নাওনি কতদিন
ওঠানামার নৌকো যেত, সময় ছিঁড়ে গিয়ে
আকাশভরা গহ্বরের স্বর্গরেখা...ক্ষীণ...

নীচে পৃথিবী ফিরে আসছে আবছা কথা কারও
জানলা খুলে গেলো হাওয়ায় চড়ুই ঢুকে আসে
হারিয়ে যাওয়া চোখের তারা, ছড়িয়ে যাওয়া হাত
শান্ত হল শতবছর এই হাতের পাশে

হঠাৎ কেন ধুলোর ঝড় ঢেকে দিয়েছে তোমায়?
হঠাৎ কেন শবের পাশে শব শুইয়ে রাখা
যেভাবে লোক এক খাটেই, এক ছাদের নীচে
কাটায়, বলে, সেটাই হল একসঙ্গে থাকা

বাড়ির পর বাড়িতে সেই একই খাটের শব
অফিসে ঘাটে বাজারে ঘোরে সেই শবের জোড়া
শোন নদীর চড়ায় জ্বলে শরীর সার সার—
কাগজ পড়ে, ভুলেও যায় মধ্যবিত্তরা

আমি কিন্তু ভুলিনি, এক মুহূর্তও নয়
আমাকে তুমি চেয়েছো সব বাধাবিপদ সহ
আমিও ছুটে গিয়েছি যত নিষেধ পার ক'রে
ভাবিনি এই পথশ্রম কঠিন, দুর্বহ

আসলে এই লড়াই সেও গেরিলা কায়দায়
আমাকে তুমি চেয়েছো আর আমি তোমাকে চাই
তোমাকে ভাল বাসতে গেলে যে জোরটুকু লাগে
আগুন মাটি জলের কাছে ঋণ করেছি তা-ই

এবার সেই ঋণের শোধ মাঠের পর মাঠে
নদীর পর নদীতে সেই ঋণ রাখার পণ
খেতি খামার খাটিয়া বেড়া উঠোন চারপাই
গ্রামের পর গ্রামে সমান ভূমির বণ্টন

তুমি আমার প্রেমের দিন, তোমাকে হাতে নিয়ে
দাঁড়াব আমি সভায়, পথে, আঘাতে, সম্মানে
তোমায় আমি ছুঁইয়ে দেব মরা দিনের গায়ে
খরায় আর অজন্মায়, জড়বধির প্রাণে

প্রেতের মুখ একপলকে ভস্ম হয়ে যাবে
শীতের ভোরে ঘিরে আসবে ডালপালার রোধ
মেয়েরা যাবে মেলার দিকে শিশুর হাত ধরে
জলের নীচে ঘুমিয়ে যাবে গতদিনের ক্রোধ

সূর্যে হাত রাখবে তুমি মাটি জলের মেয়ে
সূর্য জ্ঞান হারাবে; তুমি পারো? এমন পারো?
উচ্ছ্বসিত শরীর দুটি আগুন বীজধারা
না আমাদের হত্যা করা যাবে না একবারও

আকাশ এসে দাঁড়াবে এই মাটিতে সেইদিন
তুমি তখন ফসল, আমি সকল গ্রামবাসী
তুমি তখন ঢোলক, নাচ, পরব, হোলিখেলা—
তুমি তখন আমার, আমি তোমাকে ভালবাসি

মা নিষাদ

স্তব্ধতা ফাটে, পাকিয়ে উঠেছে ধুলো
ধূলিস্তম্ভে মেঘযূথ মিশে যায়
ভূগোল ঘুরছে, ধক ধক করে চুলো
সূর্য লুপ্ত প্রায়

সূর্য তো নয়, কালরাত্রির চাঁদ
চাঁদ মুখে নিয়ে উড়ে যায় কালোপাখি
সেই চাঁদকেই বাণে বেঁধে উন্মাদ
ব্যাধ নামে তারে ডাকি

পুরাকালে সে-ই মিথুনাবদ্ধ প্রাণ
হনন করেছে তীরে আর বল্লমে
সেই অভিশাপ আজও তাকে দেয় টান
চাঁদ বাড়ে, চাঁদ কমে

আদিম অস্ত্রযুগ থেকে টানাটানি
মুখের খাবার মুখ থেকে কেড়ে খাওয়া
জিরজিরে গায়ে বল্কল, কাঁথাখানি
মাথার ওপরে সূর্য গরম তাওয়া

বালিতে শুকোয়, সমুদ্রজলে ভাসে
হতাহত দেহ, ভাঙা রথ, মৃত ঘোড়া
অস্ত্র মুঠোয় মুখ গুঁজে আছে ঘাসে
দুজন মানুষ, প্রতিবেশী ছিল ওরা

প্রতিবেশী, তার জমিটি, আমার চাই
প্রতিবেশী গ্রাম আমার অধীনে থাক
প্রতিবেশী রাজা আমাকেই কর দিক
আমার অস্ত্রে প্রতিবেশী ভয় পাক

প্রতিবেশীরা কি এই পৃথিবীতে থাকে?
তাদের বাতাসে, তাদের রৌদ্রজলে
আজ যদি বিষ মেশাতে বলি তোমাকে
মেশাবেই তুমি ছলে বলে কৌশলে

সে-ষড়যন্ত্র কৌশল লোফালুফি
উন্নতি করে প্রহরীবসানো ঘরে

প্রযুক্তি মেধা বিজ্ঞান চুপিচুপি
বুকে হেঁটে গিয়ে মাটিতে গর্ত করে

গর্তে উনুন, ধক-ধক-করা চুলো
চুল্লী মাটিতে দাঁড়িয়েছে একবার
ছাতার মতন আকাশে ভস্মগুলো
পথ নেই পালাবার

ঢিলের মতন পাখি পড়ে দলেদলে
তীরে লাফ দিয়ে ওঠে বিষাক্ত জল
হাজার মাইল কণা কণা ছাই জ্বলে
হাজার মাইল পুড়ে যাওয়া জঙ্গল

পোড়া বাড়ি ভাঙা হাড়গোড় ইটকাঠ
স্তূপের পেছনে স্তূপ ওঠা জনপদে
চুরমার মাটি, দগ্ধশস্য মাঠ
মানুষ মরেছে ঘরে দপ্তরে পথে

মানুষ মরেছে, জন্মেছে আরও আরও
বাঁকা হাত, ঘোর জড়ভরতের দেহ—
মুখে জিভ নেই পায়ে হাড় নেই কারও
জন্তুর মতো হামাগুড়ি দেয় কে ও?

পুরুষের বীজে বিষ এসে মিশে যায়
নারী ও শস্য ক্ষয়ে যায় পিঠোপিঠি
হেলিকপ্টার পাক মেরে গর্জায়:
একতিলও নেই রেডিও অ্যাকটিভিটি

তুমি কত সালে জন্মেছ বিজ্ঞানী?
কত সালে তুমি জন্মেছ হে শাসক?
তোমাদের ঘরে ছেলেপুলে জন্মেছে?
ঠিক-ঠিক আছে নাক মুখ হাত চোখ?

আমাদের আরও জন্মানোর কি বাকি?
আছে তুলে নেওয়া ধানের গুচ্ছ, ঘাস
আছে মাটি থেকে ডালে তুলে দেওয়া পাখি
গান বাঁধবার নানক তুলসীদাস

পোড়াগ্রাম দিয়ে তুলসীজী হেঁটে যান

ঘাটে ব'সে গান ভাসায় কবীর জোলা
শ্রীরামচরিত পথে পথে খানখান্
লালচোখ সাধু হাতে তলোয়ার খোলা

ও কবীর ভাই, কে তোমার গান শোনে
কে পাগল বলে বুঝিয়ে দে বুঝিয়ে দে
ফুটপাথে কারা পড়ে থাকে সারারাত
ও কার বাচ্চা খাবার চাইছে কেঁদে?

কোন বাচ্চাটা চা-দোকানে সারাদিন
খেটে খায়, খায় মালিকের থাপ্পড়
কোন মা নিজের ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে
খদ্দের নেয় রাত্তির থেকে ভোর

ওদের হালত, থাক, এরকমই থাক
ওদের জীবন ঢেলে দাও একখাতে
দুবেলা দুমুঠো খেতে পাক নাই পাক
তবু তো অস্ত্র এসেছে আমার হাতে

অস্ত্র মাটিতে, অস্ত্র আকাশগামী
দিগন্ত রাঙা অস্ত্রের মহিমায়
রাঙা অস্ত্রের কিরণ পড়েছে জলে
গ্রন্থসাহেব নদীজলে ভেসে যায়

সেই জলে ভাসে বেহুলার মান্দাস
মশারির নীচে শোয়ানো লখিন্দর
বিকলাঙ্গ সে, তেজস্ক্রিয়ার বিষে
থামে মান্দাস, একঘাট অন্তর

একেকটি ঘাটে থমকে একেক যুগ
নদী সমুদ্রে বিরাট সেতুর ছায়া
পঙ্গু কামড়ে ধরেছে তোমার বুক
স্বামী না শ্বাপদ শিশুসন্তান মায়া

সন্তান আর শস্যের ভার ব'হে
তুমি শুয়ে আছ স্তব্ধ বসুন্ধরা
স্তব্ধতা ফেটে উত্থিত হয় কাল
মাথায় আকাশ—মুঠোয় দণ্ড ধরা

দণ্ডের মুখে গেঁথে আছে ভাঙা চাঁদ
পায়ের তলায় সমুদ্র আছড়ায়
কাঁধ ছুঁয়ে আছে পাহাড়ের উঁচু কাঁধ
রাত্রি লুপ্ত প্রায়

ভোরবেলা সেই মূর্তিটি নেই আর
সূর্যপূজারি আকাঙ্ক্ষা করে তাপ
জেন্দ-অবেস্তা খুলে ধরে রোদ্দুরে
তারও পৃষ্ঠায় তেজস্ক্রিয়ার ছাপ

ভূগোল ঘুরছে, ঘোরে নদী গিরিশিরা
লছমনপুরে শবমাংসের ঘ্রাণ
মাটির তলায় মাটি হয় ইহুদিরা
গণহত্যার কবরে দুলছে ধান

এই দেশ থেকে ও দেশে সূর্য যায়
নমাজে বসেছে গরিব মুসলমান
তার সাদা টুপি শান্তির পারাবত
তার খাওয়া হলে ঈশ্বর জল খান

কেউ চিনি রাখে পিঁপড়ের গর্তেও
ভাঙা চারাগাছে কাঠি বেঁধে দেয় কেউ
ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংসেরা সত্ত্বেও
জাগে উদ্ভিদপ্রাণীপতঙ্গ ঢেউ

কে হিন্দু? এই জিজ্ঞাসে কোন্‌জন?
এই প্রশ্নের সম্মুখে তারা খসে
স্নান ক'রে উঠে কুপিটি জ্বালিয়ে নিয়ে
নিরন্ন সাধু অন্নসমীপে বসে

আমরা সবাই অন্নের কাছে আসি
ঘণ্টা বাজছে গ্রামের গির্জেঘরে
নৌকোতে ফেরে কেরালার মাছচাষী
মা মেরী তোমার জীবন রক্ষা করে

রক্ষা তো নয়, প্রতিরক্ষার খাত
সে-খাতে গড়ায় যুদ্ধ-আড়ম্বর
অজন্তা-ঘরে কালো হয়ে যাও একা
হে পদ্মপাণি, অবলোকিতেশ্বর

হাতের পদ্ম মাটিতে আছড়ে পড়ে
সে মাটিতে শুধু গহ্বর, গহ্বর
ফোয়ারার মতো মরুবালু ফুঁসে ওঠে
'ছোট্ট বুদ্ধ' হেসে ওঠবার পর

ভূগর্ভবিষ ফসলের দেহে ঢাকে
ও মেয়ে তোদের শরীরে শরীরে যায়
দূরে ব'সে কেউ বন্ধ্যা করেছে তোকে
তুই ভেবেছিস মাটিরই তো সব দায়

মাটিতে ছড়ানো প্রেমিকের দুটি হাত
সে হাতে ফাটল, ফেটে যাওয়া বাড়ি ঘর
ফাটা পাথরের মূর্তি পার্শ্বনাথ
মাটিতে শয়ান সব তীর্থংকর

ঠোঁটে চাঁদ ধ'রে উড়ে যায় কালো পাখি
ও মারণাস্ত্র, চাঁদ নয় বাস্তবে
পুরাকাল থেকে তীর তুলে আছে ব্যাধ
বোতাম টিপলে পৃথিবী ধ্বংস হবে

এসো কবি, এসো বাধা দাও, মা নিষাদ
বলে ওঠ তুমি, ভেঙে যাক উইচিবি
দিনের দুপাশে দাঁড়াক সূর্যচাঁদ
গুহায় জ্বলুক প্রাচীন চিত্রলিপি

ওই দেখ রাত বইছে গঙ্গাতীরে
ওই দেখ মাঝি দাঁড় টানে পদ্মায়
ওই শোন আমি আমরা যে-কথা বলি
কীভাবে সেসবই ভাটিয়ালি হয়ে যায়

ওই দেখ দূরে থেমে গেছে ধুলোঝড়
জ্যোৎস্না সাঁতরে শান্তির পায়রাটি
চালে ফিরে আসে, উঠোনের গম খায়
গম ভুট্টার জমিনে আমরা খাটি

ওই যে রাত্রি বইছে যমুনাতীরে
ওই যে এসেছে আমাদের শ্যাম-রাই
ওই শুনছ না, ভাঙা মন্দিরে বসে
প্রেম গাইছেন আমাদের মীরাবাঈ!

অতই সহজ আমাদের মেরে ফেলা?
আমাদের পায়ে রাত্রিচক্র ঘোরে
আমরা এসেছি মহাভারতের পর
আমরা এসেছি দেশকাল পার করে

নিষাদ, তোমার অস্ত্রের মুখে এসে
আমাদের গ্রাম হোক ধুলো, হোক ছাই
স্তূপাকার ওই ছাইয়ের ভিতর থেকে
ওঠে নিরস্ত্র, আমরা দেখতে পাই

তার পশ্চাতে সমুদ্র ফুলে ওঠে
তার সম্মুখে মেঘে বাজ চমকায়

সে তোমার হাত মুচড়ে ধরেছে জলে
হাতের অস্ত্র মুচড়ে ফেলেছে জলে

দেখ ওই জলে সূর্য অস্ত যায়

অদূরে পাহাড়, স্রোত মাথা ঠুকে চলে

স্রোতের পিছনে সূর্য অস্ত যায়

ঘোরে শতাব্দী—সূর্য অস্ত যায়...

All the time I am working at
various heads and hands.
Letter to theo, Vincent Van Gogh.
January, 1885

সেই গল্প জানো, অন্ধকার?

জন্মের পিছনে জন্ম মুখে হাড় নিয়ে ছুটে গিয়ে
গাছের গুঁড়িতে ঠিকরে, স্বজাতির মুখে ভুক্ত হয়ে
মরণ কামড়ে দংশে জ্ঞাতিশত্রুভাইভগিনিকে
নিজের থাবার দাগ উদগ্রীব নাসায় চিনে চিনে
শেষ অবধি খুঁজে পেয়ে গুহা আর গুহার ভিতরে
নিজেরই মতন অন্য প্রাণী বা শ্বাপদ, ভক্ষ্য থেকে
শোণিতাক্ত মুখ তুলে যে বলে তোমারই মতো: আমার ক্ষুধার চেয়ে
মূল্যবান আর কিছু নয়।

প্রান্তরে চিৎকার করে ভয়
চাঁদ অর্ধচক্ষু আর তারাগুচ্ছ ভাঙা ভাঙা দাঁত
গৃহের সূচনা হয় নি, সমতলে উঁচুনিচু খণ্ড খণ্ড শিলা
জন্তুর বিলীয়মান শব
অধিকার করে আছে দীর্ঘকায় শীত
কে ওই অর্ধেক পশু অর্ধেক মানুষ পার হয় তৃণভূমি?
কী তার গন্তব্য? লক্ষ্য? প্রান্তরের পরে
মহাঅরণ্যের দেশ, ঘাসে গুল্মে শিকড়ে কন্টকে
আচ্ছাদিত প্রতি পদক্ষেপে
ওৎ পেতে আছে ক্ষুধা—খোঁড়াতে খোঁড়াতে
দৈব ও পুরুষকার জঙ্গলে ঢুকেছে
দুজনে দুদিক থেকে একে অপরের দিকে এগোচ্ছে না জেনে
মধ্যে গাছ, লতাজাল, বনের বিচিত্র শব্দ, পাতার খসখস
শ্বাপদের উগ্র গন্ধ, নিশিপক্ষিণীর আর্তডাক
একে অপরের দিকে, একে অপরের দিকে, খুঁড়িয়ে, না জেনে...
ওদের কখন দেখা হবে? সেই গল্প জানো অন্ধকার?

মহাবালুকার দেশ, মরুভূমি রাত্তিরে হাঁপায়
কে ওই উটের মতো হাঁটুভেঙে ঘাড় গুঁজে আছে
ঝড়ে চোখ অন্ধ, দেহ চাপা পড়ে গেছে
অদূরে খেজুর গাছ উপড়ে পড়ল জলে

বালুকাপর্বত ভেঙে সে মাথা তুলেছে, কালো,
নিকষ প্রস্তরবৎ ছায়া
রোমশ পিঠের মধ্যে রাত্রি ধাক্কা খায়
সে মাথা ঝাঁকায় আর চিকিচিকি তারা খ'সে পড়ে
সে হাত বাড়িয়ে দেয় চাঁদে—চাঁদ দ্রুত সরে যায়
এই মেঘ থেকে ওই মেঘে
সে চলে পশ্চাতে, ছুটে, হুমড়ি খেয়ে, মরিয়ার প্রায়
মেদিনীর হৃৎপিণ্ড দু পায়ে মাড়ায়
মুহূর্তে বালুর দেশ পার হয়ে হাঁটুজল সমুদ্রে ছপছপ
চলে সে বৃহদাকার বামন—জগৎপ্রান্তে এসে
অতি আকাশের দিকে ঝুঁকে পড়ে—
চাঁদ
তার হাত পিছলে সরে যায়
এই সৌরলোক থেকে ওই সৌরলোকে...
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামসমাপন
কখনো ঘটে না তার—আক্রোশের তাপে
দুচোখের মণি গলে যায়
একদল তারা সূর্য নিভে গিয়ে অন্য সূর্যতারা
আকাশে গড়ায়
দুই অন্ধ চক্ষুর কোটরে
চাঁদের বদলে দুটি অসম্পূর্ণ চাঁদ
জ্ব'লে ওঠে কত কত কল্পান্তের পরে
কবিদৃষ্টি দেখতে পায় জগৎ আবার
সেই গল্প জানো, অন্ধকার?

শিকার ভ্রমণ করে বনমধ্যে, নিষ্পাপ শিকার
শিকার পিপাসাতপ্ত ক্লান্তমুখ রাখে সরোবরে
শিকার শান্তির নিদ্রা বৃক্ষছায়াতলে ঢেলে দেয়
তুমিও তৎপর হয়ে শিবারূপ, ব্যাঘ্ররূপ, মাংসাশী পিশাচরূপ ছেড়ে
তার সামনে দেখা দাও মনোমুগ্ধকর কবিরূপে
ঋষিপুরুষের বেশ, দুচোখে সুদূর কোনো মায়া
প্রশস্ত ললাটে যশটিকা
শিকার তোমাকে দেখে চমকিত—পালাতে যেতেই
তুমি তার পথরোধ ক'রে
বসেছ ভূমিতে রেখে জানু
বলেছ হে অপরূপা, তুমি কি বৃক্ষের কন্যা? জলের ভগিনি?
না তুমি মাটির সহোদরা?
শিকার হতচকিত! সে বলে না আমি...না, না...আমি...
—হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ বলো সুলক্ষণা

তুমি কে? তুমি কি বনের জন্মদিন?
না তুমি সূর্যের কোনো ছদ্মবেশী রঙ?
শিকার দুহাতে মুখ ঢেকে বলে আমি কেউ নই, আমি
যে হই সে হই না গো...না কেহই না...
তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ, কাঁধ থেকে অঙ্গবস্ত্র ঝুঁকে
ভূমি স্পর্শ করে
শিকার মাটিতে ছোঁয়া শ্বেত উত্তরীয় ধ'রে ধ'রে
দৃষ্টি উত্তোলন করে তার। বলে, কিন্তু...
কিন্তু আপনি কে মহাত্মন?
—আমি কবি, আমি এই বনে
কেবল তোমার জন্যে এতকাল দেহ ধ'রে আছি
কেবল তোমাকে দেখতে পাবো এই অস্পষ্ট আশায়
এতদিন...এতদিন...আছি
—আমাকে? আমার জন্যে?
—হ্যাঁ আমি জানতাম, জানতাম
—কী জানতেন?
—জানতাম এমন কেউ আছেই কোথাও
আমার চিন্তারা যাকে জানে
জানতাম একদিন কেউ আসবেই আসবে যে আমার
সাষ্টাঙ্গ কল্পনা
—আমি?...আমি তাই?
শিকারের ঘোর কাটছে না
কিন্তু আপনি কী চান আমার কাছে, কবি?
—তোমার মাধ্যমে আমি শুধু
কয়েকটি শ্লোক উৎপাদন ক'রে নিতে চাই
—শ্লোক? আমার মাধ্যমে? আমার কি সে যোগ্যতা আছে?
—নিজেকে জানো না তুমি। তুমি শ্লোকসম্ভবা নীরব
আমি তোমাতে লেখনী দিতে চাই।
শিকার বৃক্ষের তলে বসে আছে। যেন মর্মে তার
প্রবেশ করছে না কিছু। তুমি বলো
ওঠো, চলো আমার কুটিরে।
— কুটির? কুটিরে কেন?
—শ্লোক আনয়ন কালে একত্রেই রচনাক্রিয়াটি
সম্পাদন করতে হয়। এই নাও আমার লেখনী, ধ'রে দ্যাখো
তুমি ভিন্ন এর তেজ আর কেউ ধারণযোগ্য নেই
শিকার বিস্ময়ে, লোভে, পাপবোধে, তীব্র পিপাসায়
নীল হ'য়ে যায়! বিস্ফারিত চোখে বলে
না প্রভু, এ শরীর আমার
প্রাচীন কালের শত্রু! এই চোখ, এই বাহু, গাত্রবর্ণ ত্বক

এই ওষ্ঠাধর, এই জিহ্বা, এই হাতের আঙুল, জানুদ্বয় আর...আর...
আর যা আপনার সামনে বলা যায় না সেইসব আশ্চর্যসম্পদ
সমস্ত, সমস্ত শত্রু—আমি শুধু এদের ভয়েই
লোকালয় ত্যাগ ক'রে বন থেকে বনান্তরে পালিয়ে চলেছি, আপনি
আমাকে ক্ষমা করুন, অনুগ্রহ ক'রে যাত্রাপথ
ছেড়ে দিন, যাই, আমি যাই
তুমি স্তব্ধ হয়ে রইলে। সে চ'লে যাবার উপক্রম
করতেই তোমার চোখ থেকে
উচ্ছ্বসিত হল অশ্রু, নিঃশ্বাস আওয়াজ করল, শরীরের ভার
দেহ বইতে পারল না, তুমি দুমড়ে ব'সে পড়লে ঘাসের ওপরে
হাত রেখে...বৃক্ষকূল
হঠাৎ চঞ্চল হল, পাখি ডেকে উঠল চারিধারে
শিকার তাকাল ঘুরে, এ কী? আপনি কাঁদছেন দেব?
আমি...আমি অন্যায় করলাম?
ব'লে সে পাগলপারা দৌড়ে এসে দুটি হাত পেতে
অঞ্জলিতে ধরে নিল তোমার সকল অশ্রু আর সেই জলে
তার হস্ত দগ্ধ হল, তার ওষ্ঠাধর
তার ত্বক, গাত্রবর্ণ, জানুদ্বয় আর যা যা তোমার সামনে বলা যায় না, সব
দগ্ধ, দগ্ধ হল—জ্বলতে জ্বলতে একাকী শিকার
নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল আরো দূর বন অন্তরালে
স্বর্ণরঙ এক ধূম্ররেখা
জেগে রইল কিছুক্ষণ। লতাগুল্মে মিশে গেল তাও
আজও রাত্রে মাঝে মাঝে তার
জ্বলন্ত শরীর আসে জল খেতে ওই সরোবরে
তুমি কি আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করো
অন্ধকার?

জগতে ক্ষুধার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই
দৈব ও পুরুষকার সেই হেতু দুই দিক থেকে
জগতে ঢুকেছে, অস্ত্র পিঠে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে
একে অপরের দিকে এগিয়ে চলেছে
বগবগ শব্দ শুনে একই পশুর দিকে বাণ
নিক্ষেপ করেছে দুজনেই
একই পাথর ঠুকে দুই প্রান্তে দুজনেই আবিষ্কার করেছে আগুন
একই গুহায় ঢুকে পথ হারিয়ে আত্তিলিও গাত্তির কঙ্কাল
পেয়েছে ডায়েরিশুদ্ধ, ভূগর্ভে বিলীন স্নানাগার
হরপ্পা নগর খুঁড়ে উদ্ধার করেছে, একই
চাঁদের পাহাড়
খুঁজে বার করে ওরা গুহার দেওয়ালে

দুই দিক থেকে দুই ক্রুদ্ধ বৃষ ছুটিয়ে দিয়েছে
পাথরের ছুরি দিয়ে...অল দ্য টাইম
আই অ্যাম ওয়ার্কিং অ্যাট ভেরিয়াস হেড্‌স্ অ্যান্ড হ্যান্ড্‌স্
আই অ্যাম ওয়ার্কিং অ্যাট ভেরিয়াস হেড্‌স্ অ্যান্ড হ্যান্ড্‌স্
খনি শ্রমিকের স্কেচ, কয়লাবহনকারী পিঠ—মুখহারা—
আলুভোজীদের হাত, ঝোলানো নিষ্প্রভ লম্ফ, শক্ত আর বাঁকানো
আঙুল, ভাই থিও,
কেবল থালায় নয়, হাতগুলো থালার বদলে
মাটিকে খনন করে ঢুকেছে ক্ষুধায়
কারণ ক্ষুধার চেয়ে, কারণ ক্ষুধার চেয়ে মূল্যবান
আর কিছু...আর কিছু...আর...
সাইপ্রেস অ্যান্ড স্টারস্...মূল্যবান...মেয়েটির সঙ্গে থাকা...মূল্যবান
স্কেচ করা...হোক না সে গর্ভবতী, হোক না সে দেহোপজীবিনী
তার নগ্ন একা মুখ ঢেকে
বসে থাকবার নাম 'দুঃখ' ছাড়া আর কিছু হয়
দৈব না পুরুষকার কে এই মেয়ের ছবি আঁকতে পারে
শুধু আমি ছাড়া?
কাকেরা গমের ক্ষেতে নেমে আসছে, আমাকে আবার আসতে হল
সেন্ট রেমি স্যানাটোরিয়ামে—
সূর্যপুষ্প, হলুদ উজ্জ্বল সূর্যাধার,
কোন মাঠে জ্বলে উঠছে আজ?
দড়ির ল্যাসোর মতো সর্পিল গ্যালাক্সি নীহারিকা
ঘুরন্ত গোলার ন্যায় তারা আর তারা আর তারা
তলায় বসতি রেখে ঢেউমেঘ, মিনারচূড়া, বৃক্ষের পালকগুচ্ছ রেখে
আলোজ্বলা ছোট ছোট ঘননীল ঘরগুলি রেখে
ও স্টারি নাইট
আমার ক্যানভাস থেকে বয়ে যাচ্ছ আকাশে আবার
জগতে কোথাও কেউ জেগে ব'সে নেই
আমি ছাড়া আর
কেউ নেই
আছে এই উন্মাদ আগার
আমি আর উন্মাদ
আগার

তুমি উন্মাদের বন্ধু নও অন্ধকার?
জন্মের পিছনে জন্ম, ক্ষুধা চেপে, কাম সহ্য ক'রে
জগতে জগতে ফিরছ সেই হেতু দণ্ডকাষ্ঠ হাতে
সুর তোমার ভিতরে ঢুকে তোমাকে বিদীর্ণ ক'রে যায়
তোমার ওষ্ঠের শ্লোক তোমাকেই বলে: শান্তি

পাবে না কখনো
তোমারই হাতের তুলি, প্যাস্টেল, স্প্যাচুলা
তোমারই শোণিত, স্বপ্ন, সম্পর্ক, আকাঙ্ক্ষা ছিঁড়ে কুটে
ক্যানভাস জ্যান্ত করে দেওয়ালে দেওয়ালে
শুক্র ও শোণিতযুক্ত হয়ে তুমি জননীজাতির গর্ভাশয়ে
যখন সমুদ্রে ছিলে—পারাপারহীন ঘোর নিশা
তোমার কপালে এক স্থির বজ্র বসিয়ে দিয়েছে
সেই অভিশাপে
আজীবন বিদ্যুৎ তোমার
পা থেকে মাথায় বইছে...তুমি শান্তি পাবে না কখনো
দৈব ও পুরুষকার তোমারই সন্ধানে এতকাল
মহাঅরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে, এতকাল
মহামরু পার করে মহাগিরি কন্দরে কন্দরে
দুজনে দুদিক থেকে তাড়া ক'রে গেছে তোমাকেই
আজ তারা অস্ত্র ত্যাগ ক'রে
খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্লান্ত হ'য়ে
জগতের বাইরে এসে
দেখল সমুদ্রতীরে তুমি বসে আছো
তোমার মুখ থেকে একটি শ্বেতবর্ণ সহস্র শীর্ষের
রক্তবর্ণ মহানাগ
ক্রমশ নির্গত হয়ে সাগরে প্রবেশ করছেন,
তোমার নিস্পন্দ দেহ সৈকতে আসীন
পাশে পড়ে বিরাট লাঙল
দিগন্তে ছড়ানো হলচিহ্নিত পৃথিবী
ভূমিতে উদ্‌গত শস্যমুখ
দৈব না পুরুষকার এই শস্যে কার অধিকার?
অক্ষর আগুন ধাতু ঢালাই পাথর মাটি জল
বহুবিধ মাথা আর হাতে
তোমাকে গ্রহণ করছে
সাগর প্রান্তর বৃক্ষ বায়ু প্রাণ প্রাণের অতীত
সূর্যোদয় সূর্যাস্তসকল
তোমাকে বহন করছে স্বর্গ ও নরক ভেদ ক'রে
তলায় জনতালোক: এই দৃশ্য দেখে সকলের
শোক শান্ত হয়, সন্তাপ জুড়িয়ে যায় জলে
হে প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, দেবতা হে কবি চিত্রকর
তুমি অন্ধকার নও—রাত্রির আকাশে
তোমার অশান্তি জ্বলছে দীর্ঘ এক সোনার ধনুক
ক্ষুধামূল্য তৃষ্ণামূল্যহারা
জন্মের পিছনে জন্ম এইমতো সে এক ভাবে জ্বলে—

আর প্রতি জন্ম থেকে সেই এক বন অন্তরালে লুপ্ত নারী
উঠে আসে
জ্বলন্ত শরীর নিয়ে বলে:
কই শ্লোক? শ্লোক ফিরে দাও!
আমার ওষ্ঠের থেকে যত বাক শোষণ করেছ
যত গান লুটিয়েছ এই জলে স্থলে
আমার জিহ্বায় জিহ্বাস্পর্শ দিয়ে যত সরস্বতী
লুণ্ঠন করেছ একদিন—ফিরে দাও আজ
মরণকামড়ে দংশে, স্বজাতির মুখে ভুক্ত হ'য়ে
মাথা ঠুকে হাতের শৃঙ্খলে
শিকড়ে কণ্টকে বিদ্ধ আমি তো এসেছিলাম
আমি তো এসেছিলাম তবু—

শুধু কবি ডেকেছেন বলে।